সংসক্তিবাদ (Coherence Theory)

'সংসক্তি' বলতে বোঝায়, একটি বিশ্বাসের সঙ্গে অপরাপর বিশ্বাসের বা একটি বচনের সঙ্গে অপরাপর বচনের এমন এক প্রকার সম্বন্ধ যেখানে একটি বিশ্বাস বা বচনের সত্যতা অন্যান্য বিশ্বাস বা বচনের সত্যতার ওপর নির্ভরশীল। সংসক্তিবাদ অনুসারে, একটি বচনের সত্যতা নির্ধারণের জন্য তাই জানতে হয় যে, বচনটি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বচনের সত্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা, বচনটির সত্যতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বচনের সত্যতা থেকে নিসৃত হয় কি-না। কোন বচন বা বিশ্বাস নিজে নিজে সত্য নয়, বচনের সত্যতা নির্ভর করে অন্যান্য বচনের সঙ্গে, একটি বচন-মণ্ডলীর সঙ্গে, তার সংসক্তি-সম্বন্ধের ওপর। কোন লোক জলে ডুবে মারা গেলে যখন আমরা বলি 'লোকটি জলে ডুবে মারা গেল' তখন ঐ বচনটির সত্যতা একাধিক সত্য বচনের সঙ্গে তার সংসক্তির ওপর নির্ভর করে। যথা- 'জলের থেকে আপেক্ষিক ভার সম্পন্ন বস্তু জলে ডুবে যায়', 'মানুষের দেহের ভার সমপরিমাণ জলের থেকে বেশী ভারী', 'জলে ডুরলে স্থলজীবের শ্বাস কষ্ট হয়', 'শ্বাসকষ্টে জীবের মৃত্যু ঘটে' ইত্যাদি। কাজেই যখন কেউ বলে 'লোকটি জলে ডুবে মারা গেল' তখন আমরা তার কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করি। কিন্তু যখন কেউ বলে 'একটা লোক নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে গেল কিন্তু ডুবল না' তখন তার কথাকে সত্য বলে গণ্য করি না, কেননা কথাটি সংশ্লিষ্ট অপরাপর সত্য বচনের সঙ্গে সংসক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়।

ভাববাদী দার্শনিক হেগেল (Hegel) এবং তাঁর অনুগামী ব্র্যাডিক্স (Bradley), বোসাঙ্কে (Bosanquet) প্রভৃতি দার্শনিকগণ বচনের সত্যতা প্রসঙ্গে সংসক্তিবাদের পৃষ্ঠপোষক। এদের মতে, 'কোন বচনের সত্যতা বচন-অতিরিক্ত তথ্য বা বস্তুস্থিতির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বচনের সঙ্গে বচনের (বা বচন-মণ্ডলীর) সংসক্তির ওপর। 'সংসক্তি' হল বচনসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ, বচনের সঙ্গে অন্য কিছুর (যথা-তথ্য বা বস্তুস্থিতির, যা বচন নয়) সম্বন্ধ নয়। '১১

অনুরূপতাবাদ ও সংসক্তিবাদ

(বস্তুবাদী দার্শনিকগণ অনুরূপতাবাদের পৃষ্ঠপোষক, ভাববাদী দার্শনিকগণ সংসক্তিবাদের পৃষ্ঠপোষক। বস্তুবাদীরা দ্বৈতবাদী, তাঁরা দুটি জগতের উল্লেখ করেন-মনোজগৎ এবং মনাতিরিক্ত বাহ্য জগৎ মনস্থ বিশ্বাস বা জ্ঞান যখন বাহ্যবস্তুর অনুরূপ হয় তখন সেই জ্ঞান বা বিশ্বাসটি সত্য হয়, না হলে মিথ্যা হয়।

কিন্তু দুটি জগৎ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হলে তাদের একটি অন্যটির অনুরূপ হতে পারে না। স্বজাতীয় বিষয়ের মধ্যেই অনুরূপ্য সম্ভব। এজন্য (ভাববাদী দার্শনিকগণ কেবল একটি জগতের, চিন্তার জগতের, উল্লেখ করেন। অদ্বৈতবাদী হেগেল

এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, চিন্তাই একমাত্র সদ্বস্ত, চিন্তাকে অতিক্রম করে চিন্তা-অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, কেননা

'It is not the correspondence of propositions with facts that constitutes truth, according to this view, but rather the coherence of propositions with one another. Coherence is a relation among propositions, not a relation between a proposition and something else (a state-of-affairs) which is not a proposition'. An Introductions to Philosophical Analysis. J. Hospers, P. 116.

সেই 'অন্য কিছুও' সেক্ষেত্রে হবে চিন্তা-ঘটিত বিষয়। জ্ঞান বা বিশ্বাস যেমন চিন্তা-ঘটিত ব্যাপার, সেই বিশ্বাসের বিষয়ও তেমনি চিন্তা-ঘটিত ব্যাপার। চিন্তা-নিরপেক্ষভাবে বিষয় যদি থাকেও, তা আমাদের জ্ঞানীয় বিষয় হতে পারে না-আমাদের জ্ঞান জগতের প্রতিটি বাস্তব ও সম্ভাব্য বিষয় জ্ঞান-সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়। 'এই পাখিটা কোকিল' যেমন চিন্তাঘটিত বিষয়, বচনে উক্ত 'পাখি' এবং 'কোকিল'-ও চিন্তাঘটিত বিষয়-কোনটিও চিন্তা নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ বিষয় নয়। কোন বস্তু নিজে নিজে 'পাখি' অথবা 'পর্বত' অথবা 'বৃক্ষ' নয়-'পাখি', 'পর্বত', 'বৃক্ষ' ইত্যাদি নামগুলি আমাদের চিন্তাই বস্তুতে আরোপ করে তাদের লক্ষণধর্ম অনুসারে। ভাববাদীরা এজন্য জ্ঞান বা বচনের সত্যতা প্রসঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানবহির্ভূত বিষয়ের আনুরূপোর কথা বলেন না, কেননা অদ্বৈতবাদী হেগেলপন্থীদের মতে 'চিন্তা-নিরপেক্ষ বিষয়' বলে বাস্তবত কিছু থাকতে পারে না। জ্ঞানের বা বচনের সত্যতা নির্ভর করে সংসক্তির ওপর। কোন বচন যদি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত অপরাপর বচনের সঙ্গে সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় তাহলে বচনটি সত্য হবে, না হলে তা মিথ্যা হবে।

- প্রশ্ন হল, বচনসমূহের কি প্রকার সম্বন্ধকে 'সংসক্তি' বলা হবে? 'সংসক্তি' বলতে, অনেকসময় 'সংগতি'কে (consistency) বা 'অবিরোধিতাকে' বোঝানো হয়। সংসক্তিবাদীরা 'সংসক্তি' শব্দটিকে 'সংগতি'/'সামঞ্জস্য' বা 'অবিরোধিতা' অর্থে প্রয়োগ করেননি, কেননা সংগতি-সম্বন্ধ সংসক্তি-সম্বন্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্বল সম্বন্ধ। দুই বা ততোধিক বচনের মধ্যে সংগতি থাকার অর্থ হল, তাদের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার অথবা বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ নেই, অর্থাৎ তাদের একটি সত্য হলে অন্যটি বা অন্যগুলি মিথ্য হয় না। দুই বা ততোধিক বচন, তারা স্বতন্ত্র, সম্পর্কবিহীন, অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক হলেও-যদি এমন হয় যে তাদের মধ্যে বৈপরীত্য নেই, বিরুদ্ধতাও নেই, তাদের একটি সত্য হলে অন্যগুলিও সত্য হতে পারে, তাহলেই বলা যাবে যে তাদের মধ্যে 'সংগতি' বা 'সামঞ্জস্য' আছে। এপ্রকার 'সংগতি' অর্থে সংসক্তিকে গ্রহণ করলে নিম্নোক্ত

বচনগুলির মধ্যে সংসক্তি-সম্বন্ধ মানতে হয়, কেননা অসংলগ্ন বচনগুলির কোন একটি সত্য হলে অন্যগুলিও সত্য হতে পারে:

আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ আছে

সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে

ফ্রুটাস সিজারকে হত্যা করেছিলেন

বিড়াল লোমশ প্রাণী

এসব বচনগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, কেননা এদের একটি সত্য হলে অন্যগুলিও সত্য হতে পারে, অর্থাৎ বচনগুলির মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার বা বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ নেই। তবে, এসব বচনগুলির যুগপৎ সত্য হবার পথে কোন বাধা না থাকলেও তাদের কোন একটির সত্যতা অন্য বচনের সত্যতা প্রতিপাদন করে না অথবা তাদের কোন একটি বচনের সত্যতা অন্য বচনের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না।

সংসক্তিবাদীরা এপ্রকার দুর্বল বাচনিক সম্বন্ধকে ‘সংসক্তি সম্বন্ধ’ বলেন না; সংসক্তি সম্বন্ধ অনেক জোরালো সম্বন্ধ, যেখানে বচন মণ্ডলীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি বচনের সত্যতা অন্যান্য বচনের সত্যতার দ্বারা সমর্থিত হয়। 'একগুচ্ছ বচনকে সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ বলা যাবে না যদি না তাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের দ্বারা সমর্থিত হয় তারা পরস্পর সমর্থন-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়।'' 'পারস্পরিক সমর্থনের সম্বন্ধই' হল সংসক্তিবাদের মূলকথা। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অধ্যাপক হস্পার্স সংসক্তি সম্বন্ধকে বুঝিয়েছেন:

কোন খুনের মামলার পাঁচজন সাক্ষী, যারা পরস্পর পরস্পরকে চেনেনা, যদি স্বতন্ত্রভাবে বলে যে, 'খুন হবার দিনটিতে তারা প্রত্যেকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে (খুনী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিটিকে) নিহত ব্যক্তির বাড়ীর সামনে বিশেষ এক সময়ে (ধরা যাক, সময়টা খুন হবার কিছু আগের সময়) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে', তাহলে বলা যাবে যে তাদের বিবৃতিগুলির মধ্যে সংসক্তি-সম্বন্ধ আছে। একথা ঠিক যে, সাক্ষীরা কতটা বিশ্বাসভাজন ও সত্যবাদী তা জানা না থাকলে তাদের কোন একজনের সাক্ষ্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন হয় না। কিন্তু যখন তারা একইরকম সাক্ষ্য দেয়, যদিও তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন পরিচয় নেই এবং মিলিতভাবে কু-অভিসন্ধি খাড়া করার (কোন বিশেষ ব্যক্তিকে খুনী রূপে সাব্যস্ত করার) অবকাশ নেই, তখন বলতে হবে যে, তাদের একজনের সাক্ষ্য যেমন অন্যের সাক্ষ্যকে সমর্থন করে তেমনি অন্যের সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়, অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্যরূপ বিবৃতির মধ্যে সংসক্তি-

সম্বন্ধ আছে। এক্ষেত্রে অপরের সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত হবার জন্য প্রত্যেকের সাক্ষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং মনে করা হয় যে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যই সত্য; মনে করা হয় যে পাঁচজনের প্রতিজনের সাক্ষ্য-বিবৃতি সত্য, কেননা একজনের বিবৃতির সঙ্গে অপর চারজনের বিবৃতির (সাক্ষ্যের) সংসক্তি-সম্বন্ধ আছে।

হেগেলপন্থী সংসক্তিবাদীদের সত্যতত্ত্ব (theory of truth) তাদের সত্তাতত্ত্বের (theory of reality) ওপর নির্ভরশীল। অদ্বৈতবাদী হেগেল এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, 'পরমচিন্তা হল পরমতত্ত্ব' (Thought is reality)। এই পরমতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভ মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশ সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হলেও পরমতত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রতিফলন কখনো সম্ভব নয়। এজন্য জ্ঞানমাত্রই আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা। একটি জ্ঞান বা বচনকে আংশিক সত্য বলা যাবে কেননা তা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু খণ্ডিত বচনমণ্ডলীর সঙ্গে সংসক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ; আবার জ্ঞানটিকে আংশিক মিথ্যা বলা যাবে, কেননা তা পরিপূর্ণ বা অখণ্ডিত বচনমণ্ডলীর সঙ্গে সংসক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। পরিপূর্ণ সত্যজ্ঞান থাকলেও তা মানুষের কাছে অলভ্য, অর্থাৎ পরমতত্ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান মানুষের কাছে অলভ্য। কোন জ্ঞান বা বচন যত বেশী ব্যাপক জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে, বচনমণ্ডলীর সঙ্গে, সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় ততই তার সত্যতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বচনমণ্ডলীর ব্যাপকতা অনুসারে সংসক্তির মাত্রাভেদ হয় বলে কোন বচন বেশী সত্য হয়, আবার কোন বচন কম সত্য হয়। যেমন, জোতির্বিদ কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদটি টোলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ অপেক্ষা ব্যাপকতর বচনমণ্ডলীর সঙ্গে সংসক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় কোপারনিকাসের মতবাদটি অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী সত্য আর টোলেমির মতবাদটি অপেক্ষাকৃতভাবে কম সত্য।)